**The Chittagong University Journal of Arts and Humanities**
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVII, 2021 (pp. 71 - 82)
**Published in February, 2025**

# আব্দুর রহমান জামি ও তাঁর হাফ্ত আওরাঙ্গ

ড. আব্দুল করিম *

**প্রতিপাদ্যসার:** ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে ইরানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি যুগ হলো তৈমুরী যুগ। এই যুগের শাসকগণ শিক্ষা ও সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ সময় ইরানে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। যে সমস্ত কবি, সাহিত্যিক, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি এ যুগের শাসকদের দরবার অলঙ্কৃত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নুরুদ্দিন আব্দুর রহমান জামি অন্যতম। তিনি একাধারে একজন বিশিষ্ট আলেম, সুফি সাধক, কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁকে ইরানের সর্বশেষ মহাকবি বলা হয়। তাঁর সমগ্র জীবন নিরলস সাহিত্য সাধনায় ব্যয় করেছেন। গদ্য ও পদ্য মিলে তাঁর প্রায় পঞ্চাশটি গ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে সাতটি মাসনাভি কাব্যগ্রন্থকে একত্রে হাফ্ত আওরাঙ্গ বলা হয়ে থাকে। এগুলো হলো- *সিলসিলাতুয যাহাব*, *সালামান ওয়া আবসাল*, *তোহফাতুল আহরার*, *সোবহাতুল আবরার*, *ইউসুফ ওয়া জুলেখা*, *লাইলি ওয়া মাযনুন* এবং *খেরাদ নামেয়ে এসকান্দার*। আব্দুর রহমান জামি প্রথমে কবি নিজামি গাঞ্জুবি ও আমির খসরু দেহলভি এর অনুসরণে পাঁচটি মাসনাভি কাব্য রচনা করেন। এরপর তিনি আরও দু'টি মাসনাভি কাব্য নিজস্ব পদ্ধতিতে রচনা করে এর সাথে যুক্ত করে এর নামকরণ করেন হাফ্ত আওরাঙ্গ। তাঁর এসব কাব্যে একসাথে শেখ সাদির নীতিবোধ, রুমির উচ্চাভিলাষ, হাফিজের সারল্য এবং নিজামির আবেগ অনুসৃত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আব্দুর রহমান জামির জীবন ও তাঁর রচিত হাফ্ত আওরাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

## আব্দুর রহমান জামির সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

ফারসি সাহিত্যের বিশ্ব বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কবি আব্দুর রহমান জামি ২৩ শাবান ৮১৭ হিজরি মোতাবেক ৭ নভেম্বর ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীন ইরানের খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত জাম নামক নগরীতে খারজারদ এলাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জাম এলাকার নামানুসারে তাঁকে জামী বলা হয় এবং এ নামেই তিনি সমধিক খ্যাতি লাভ করেন (Rypka 286)। তাঁর পুরোনাম নূর উদ্দিন আবুল বারাকাত আবদুর রহমান বিন নিজাম উদ্দিন আহমদ মুহাম্মদ জামি। নূর উদ্দিন তাঁর উপাধি। তাঁর তাখাল্লুস তথা কাব্যিক নাম জামি। তিনি বলেন, দু'টি কারণে এই তাখাল্লুস নির্বাচন করেছি। প্রথমত আমি জাম নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেছি। দ্বিতীয় হলো জেন্দে পীর হিসেবে প্রসিদ্ধ শায়খুল ইসলাম আহমদ জামকে সম্মান প্রদর্শন করে (সাফা ৩৪৭-৩৪৮)। নিচে এ সম্পর্কে তাঁর দু'টি বেইত উদ্ধৃত করা হলো-

مولدم جام و رشحهٔ قلمم  جرعهٔ جام شیخ الاسلامی است
لاجرم در جریدهٔ اشعار  بدو معنی تخلصم جامی است
(বাহার ২১৯)

(আমার কলমের সম্পর্ক হলো জন্মস্থান জাম
শায়খুল ইসলাম জাম পাত্রের এক ঢোক পানি।
সুতরাং কবিতার কাব্যে
তাখাল্লুস গ্রহণ করেছি এই দুই অর্থ থেকেই।)

* সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আব্দুর রহমান জামির আসল উপাধি হলো ইমামুদ্দিন, তবে তিনি নুর উদ্দিন উপাধিতে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন বলে লোকে তাঁকে মোল্লা জামি নামে সম্ভোধন করতেন। ভারতীয় উপমহাদেশে তিনি মোল্লা জামি এবং মাওলানা জামি উভয় নামে পরিচিত। তাঁর পিতার নাম নিজামুদ্দিন আহমদ বিন শামসুদ্দিন মোহাম্মদ দাশতি ইস্পাহানি এবং পিতামহের নাম শামসুদ্দিন দাশতি (সুফি ১৬৫)।

আব্দুর রহমান জামির পূর্বপুরুষগণ ইস্পাহানের দাশত নামক স্থানে বসবাস করতেন বলে প্রথমে তাঁকে দাশতিও বলা হতো। এ বংশের লোকেরা কোনো এক সময় খোরাসানের জাম নগরীতে হিজরত করেন। ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, তাঁর জন্মের পূর্বে পিতা নিজামুদ্দিন দাশতি পরিবার নিয়ে খোরাসানের জাম নগরীতে প্রথমে বসতি স্থাপন করেন এবং জন্মের পরে হেরাতে চলে যান। একদিক থেকে তাঁর বংশ পরম্পরা প্রসিদ্ধ সুফি আহমদ জামি জেন্দে পীর পর্যন্ত পৌঁছেছে। অপরদিক দিয়ে তিনি হিজরির দ্বিতীয় শতকের ফকিহ হযরত মোহাম্মদ বিন হাসান শাইবানী বংশের ব্যক্তি ছিলেন (শাকিবা ১৭৪)।

আব্দুর রহমান জামি ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৮৯৮ হিজরি সালে মহরম মাসের ১৭ তারিখ শুক্রবার হেরাতে ইন্তেকাল করেন। এ সময় আব্দুর রহমান জামির বয়স হয়েছিলো ৮১ বছর। তাঁর মৃত্যুর পর হেরাতের গভর্নর তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। তাঁর জানাযায় বিপুল সংখ্যাক লোকের সমাগম হয়। হেরাত শহরেই সাদ উদ্দিন কাশগরির মাযারের পাশে তাঁকে দাফন করা হয় (সাফা ৩৫৬)। এ সম্পর্কে তানভির আহমেদ বলেন-

> Jami died in 898/1492 A.D at the age of 81 and was mourned not only by his friends but by the whole city of Harat. The Sultan of Harat as a token of love and respect to the poet paid his funeral expenses. A magnificent train of the most illustrious nobles accompanied his body to the tomb (Ahmad 218).

আব্দুর রহমান জামির শৈশবের দিনগুলো ছিলো সোনালি অধ্যায়। শৈশব থেকেই তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অত্যন্ত প্রখর মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি কখনো পিতার সান্নিধ্যে আবার কখনো পিতার সমসাময়িক আলেমদের তত্ত্বধানে এসে জ্ঞান লাভে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি কখনো অভাব বা দুঃখ-কষ্টের যন্ত্রণা উপভোগ করেননি। আব্দুর রহমান জামি বাল্যকাল থেকেই কবিতা রচনা করতেন। তাঁর প্রাথমিক আরবি, ফারসি ও ধর্মীয় শিক্ষা পিতার কাছে অর্জন করেন (কেশাভারজি ১১)। তাঁর পিতা নিজামুদ্দিন আহমেদ ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আলিম ও সুফি ব্যক্তি। সে সময় হেরাত, নিশাপুর, সমরকান্দ প্রভৃতি স্থানসমূহ বিদ্যা অর্জনের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিলো। শৈশবে তিনি পিতার সাথে হেরাতে গমন করেন। হেরাতে তখন ধর্ম ও ফারসি সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো (ইয়াহকি ৩০৩)। তিনি এ সময় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রধান প্রাণকেন্দ্র হেরাতের নিজামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। তখন সুলতান হুসেন বায়কারা এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রী আলি শেরনওয়ায়ি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন (বাদাখশানি ৫৭৪)।

হেরাতের নিজামিয়া মাদরাসায় আব্দুর রহমান জামির শিক্ষক ছিলেন মাওলানা জুনাইদ উসুলি, খাজা আলি সমরকান্দি, মাওলানা শিহাব উদ্দিন জাজরামি, সৈয়দ শরিফ জুরজানি প্রমুখ। তিনি তাঁদের কাছে সাহিত্য, ইতিহাস এবং ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা লাভ করেন (শাকিবা ১৭৫)। হেরাতে শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি সমরকান্দে চলে যান। সেখানে কাজী যাদেহ রুমি, ফতহুল্লাহ তাবরিজি, মোল্লা আলি কাসায়ি প্রমুখ শিক্ষকদের কাছে তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন (কেশাভারযি ১১)। এছাড়া তিনি যুক্তি বিজ্ঞান, অধিবিদ্যা, আরবি ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন (ফাজেলি ১২৪)।

আব্দুর রহমান জামির ধর্মীয় মাযহাব নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কাজী নুরুল্লাহ এর মতে, তিনি শিয়া মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। মোল্লা মোহাম্মদ তাকি এবং তাঁর পুত্রের মতে, তিনি সুন্নীয়ে হানাফি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁর রচনাকর্মে সুন্নী মুসলমানদের বিষয়গুলো বেশি স্থান পেয়েছে। তবে তিনি প্রেম-ভালোবাসায় পরিপূর্ণ একজন সুফিতাত্ত্বিক কবি ছিলেন। তাঁর পিতা একজন আলেম, সুফি সাধকদের ভক্ত ও আল্লাহ তায়ালা প্রেমিক ছিলেন। আব্দুর রহমান জামির পিতা যখন সুফি সাধকদের দরবারে যেতেন এবং মাযার জিয়ারত করতেন তিনিও তখন পিতার সাথে যেতেন। ফলে সুফি সাধকদের সাক্ষাত লাভ এবং মাযার জিয়ারত করার ফলে তাঁর হৃদয়ে সুফি সাধকদের প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয় (বাহার ২১৯)।

উল্লেখ্য যে, আব্দুর রহমান জামির পাঁচ বছর বয়সের সময় তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে প্রথমে খাজা মুহাম্মদ পারসার দরবারে যান। পিতা মাওলানা আব্দুর রহমান জামিকে দরবেশের হাতে তুলে দিলে দরবেশ দুই হাত ধরে উপরে উঠিয়ে দৃষ্টি রাখেন এবং দোয়া করেন (সাফা ৩৫২)। এ ঘটনার পর আব্দুর রহমান জামির জীবনে পরিবর্তন এবং সুফিদের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। তখন থেকে একের পর এক তাঁর সুফিদের সান্নিধ্য ঘটে। বিশেষকরে তিনি সাদ উদ্দিন কাশগরি, খাজা শিহাব উদ্দিন, খাজা নাসির উদ্দিন উবায়দুল্লাহ আহরার প্রমুখ সুফি সাধকদের সান্নিধ্য লাভ করেন। এ ছাড়াও তিনি বিশিষ্ট ওলামাদের মধ্যে মাওলানা ফখরুদ্দিন লোরেস্তানি, খাজা বোরহানুদ্দিন, খাজা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ কোশাই, মাওলানা জালালুদ্দিন পোরনি এবং মাওলানা আসাদ প্রমুখ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করেন (দেহখোদা ১০৮)। তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের শ্রদ্ধা করে চলতেন।

আব্দুর রহমান জামি খোরাসানে অবস্থানকালে বিশিষ্ট সুফি সাধক সাদ উদ্দিন কাশগরির সাহচর্যে আসেন। তিনি ছিলেন বাহাউদ্দিন নকশবন্দিয়া তরিকার খলিফা। তাঁর মাধ্যমে আব্দুর রহমান জামি নকশবন্দিয়া তরিকা ধারণ করেন (বাদাখশানি ৫৭৪)। সাদ উদ্দিন কাশগরির মৃত্যুর পর তিনি খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি এই তরিকার প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রাখেন। সবাই তাঁকে সম্মান করতেন (শাফাক ৩২১)। নকশবন্দিয়ার অন্যান্য সুফি সাধকদের তিনি সম্মান করে চলতেন। তিনি *তুহফাতুল আহরার* কাব্যগ্রন্থে আল্লাহ তায়ালা এবং রাসুল (সা.) এর প্রশংসার পর বাহাউদ্দিন নকশবন্দিয়ায়ে বুখারী এবং নকশবন্দিয়া তরিকার প্রশংসা করেছেন (সাফা ৩৫২)।

আব্দুর রহমান জামি বহুবার বিভিন্ন দেশ ও শহর ভ্রমণ করেন। তাঁর বিভিন্ন দেশ সফরের উদ্দেশ্য ছিলো জ্ঞান অন্বেষণ, সুফি-দরবেশদের সান্নিধ্য লাভ এবং মাযার জিয়ারত। শৈশবকালে জাম থেকে হেরাতে এবং যৌবনকালে হেরাত থেকে সমরকান্দ পুনরায় সমরকান্দ থেকে হেরাতে প্রত্যাবর্তন করেন (দেহখোদা ১০৮)। তিনি ৮৭০ হিজরিতে হেরাত থেকে মারভ, সমরকান্দ, তাসখন্দ, খোরাসান, রেই, হামেদান, কুর্দিস্তান, বাগদাদ, দামেস্ক, হালব, তাবরিজ ইত্যাদি সফর করেন। ৮৭৭ হিজরিতে হজ্ব পালন এবং মদিনাতে অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬০ বছর (ইয়াহকি ৩০৩)।

আব্দুর রহমান জামির অধিকাংশ সময় কেটেছে জ্ঞান সাধনায়। তাঁর শিক্ষা জীবন কখন শেষ হয় এ বিষয় কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর জীবন-সংসারের শেষ দিনগুলোতে ওয়াজ-নসিহত প্রদান করে ব্যস্ত থাকতেন। শিষ্যদের শিক্ষা প্রদান ছিলো তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য কর্ম। হেরাতেই তিনি মসজিদে ওয়াজ-নসিহত তথা জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করতেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় রচনা কর্মে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। তিনি বাল্যকাল থেকেই কবিতা চর্চা করতেন। যৌবনকালে তিনি কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কবিতা রচনার মাধ্যমে তিনি যুগের একজন ফারসি ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে 'খাতেমুশ শুয়ারা' উপাধিতে ভূষিত হন (সাফা ৩৪৮)।

আব্দুর রহমান জামি শুধু কবিতা রচনায় মেধাশক্তির বিকাশ সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি সুফিতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক অসংখ্য সাহিত্য, ইতিহাস ও আলোচনা লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁর রচনাবলির সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য রয়েছে। কথিত আছে যে, আব্দুর রহমান জামি তাঁর কাব্যনাম জামী (জ আ ম ঈ) এর অক্ষরসমূহের সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী ৫৪টি গ্রন্থ লিখেছেন (পাল ১৩৪)। আবদুস্ সাত্তার এর মতে, ৫০টি (সাত্তার ৮০)। আফসাহ যাদ এর মতে, ৪৬টি। তন্মধ্যে ৪০টি বর্তমানে বিদ্যমান (জামি ২৭)। তবে *কারনামে বুজুর্গানে* ইরান গ্রন্থে এবং সাম মীর্যা সাফাভি এর মতে, ৪৫টি গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেন। আবার আব্দুর রহমান জামির বিশিষ্ট ছাত্র মাওলানা আব্দুল গফুর লারির মতে, ৪৮টি (বাদাখশানি ৫৭৪)।

**আব্দুর রহমান জামির হাফ্ত আওরাঙ্গ :**

আব্দুর রহমান জামির হাফ্ত আওরাঙ্গ এর সাতটি মাসনাভি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে প্রথমটি হলো- *সিলসিলাতুয যাহাব (سلسلة الذهب)*। এই কাব্যগ্রন্থটি তিন খণ্ডে প্রায় ৭,২০০ বেইত রয়েছে। তিনি এ কাব্যগ্রন্থটি সুলতান হুসেন বায়কারার নামে উৎসর্গ করেন (শাফাক ৩২৩)। এটি উক্ত সুলতানের সিংহাসনে আরোহণ এবং আব্দুর রহমান জামির হেজাজ সফরের মধ্যবর্তী সময়কালে রচিত হয়। এ দীর্ঘ মাসনাভি গ্রন্থটি বাহরে খাফিফ ছন্দে লিখিত (সাফা ৩৫৯)।

এই কাব্যগ্রন্থটিতে কুরআন, হাদিস এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ইমামদের বাণীর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাশাপাশি কালাম শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় বিশেষকরে জাবরিয়া ও কাদরিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও বাস্তবতা, আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি, ফেরেস্তাদের অস্তিত্ব, নবিদের উপর বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় স্থান পেয়েছে (শাফাক ৩২৩)। এ কাব্যগ্রন্থের প্রথম খণ্ডকে *এতেকাদ নামা* বলা হয়। এতে ইসলাম ধর্মের মূল বিষয়াবলি যেমন- আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর একত্বের প্রতি বিশ্বাস, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর প্রতি বিশ্বাস, সকল নবির উপরে হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব, ইসলাম ধর্ম, নবীদের আইন, ফেরেস্তা, বেহেস্ত, দোযখ, মানুষের কেবলা, মিযান ও পোলছেরাত ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সব আলোচনা উদাহরণ ও ঘটনাবলির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে (বাদাখশানি ৫৮৭)।

আব্দুর রহমান জামির *সিলসিলাতুয যাহাব* কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা ও প্রেমের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন অলির কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক হিসেবে কুরআনের আয়াত, হাদিসে রাসুল (সা.) ও আধ্যাত্মিক জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী ব্যবহার করা হয়েছে। এতে যে সমস্ত অলির নাম এসেছে তাঁরা হলেন-বায়েজিদ বোস্তামি, জুননুন মিসরি, শাহ শুজা কেরমানি, শামস তাবরিজি, শায়েখ আওহাদুদ্দিন কেরমানি, শায়েখ মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি, শায়েখ আলি কারখি, বিশর হাফি, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু আলি রুদবারি ও শায়েখ আবু আলি দাক্কাক (হেকমত ১৬৩)। এ খণ্ডের প্রথম কয়েকটি বেইত উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরা হলো-

بسم الله الرحمن الرحيم  هست صلای سر خوان کریم
بشنو ای گوش بر فسانهٔ عشق  از صریر قلم ترانهٔ عشق
قلم اینک چونی بلحن صریر  قصهٔ عشق می کند تقریر
(জামি ১৮৫)

(পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি
বক্তব্যের শুরুতে তাঁরই প্রজ্ঞা আহ্বান করছি।
হে কান! প্রেমের কাহিনী শুন
প্রেম সঙ্গীত কলমের সুর থেকে।
এখন কলমের আওয়াজ বাঁশির মতো সুর করে
প্রেম কাহিনী বর্ণনা করছে।)

আব্দুর রহমান জামির *সিলসিলাতুয যাহাব* কাব্যের তৃতীয় খণ্ডটি পাঁচ হাজার বেইত সমৃদ্ধ। এটি ওসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ এর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। এতে সম্রাট ও রাজাদের বিভিন্ন কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও চিকিৎসক ও কবিদের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলি বর্ণনা করেছেন (বাদাখশানি ৫৮৭)। এ ছাড়া এর শেষাংশে চিকিৎসকদের সম্পর্কে বিভিন্ন গল্পের অবতরণা করেছেন। চিকিৎসকদের কাহিনী মধ্যে নিজামি আরুজি রচিত *চাহার মাকালা* এর চতুর্থ অধ্যায় থেকে গৃহীত হয়েছে। এর একটিতে ইবনে সিনা নিজে কিভাবে যুবরাজের প্রেমপীড়া আরোগ্য করেছেন এবং অপরটিতে মানসিক পদ্ধতি অবলম্বন করে কিভাবে সামানিয় রাজদরবারের জনৈক দাসীর চিকিৎসা দিয়ে নিরাময় করেছেন তার কৌতুহলপ্রদ কাহিনী উল্লেখ করেছেন (মনসুরউদ্দীন ১৯৯)।

আব্দুর রহমান জামির হাফ্‌ত আওরাঙ্গ এর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ হলো- *সালামান ওয়া আবসাল* (*سلامان و ابسال*)। তাঁর এ কাব্যগ্রন্থটি বাহরে রমালে মোসাদ্দাসে মাহজুফ ইয়া মাকসুর ছন্দে মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির বিখ্যাত *মাসনাভিয়ে মানাভি* ও শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার নিশাপুরির *মানতেকুত তায়ের* এর ছন্দের অনুকরণে রচনা করা হয়েছে (সাফা ৩৫৯)। বিখ্যাত এ কাব্যগ্রন্থটি ৮৮০ হিজরি মোতাবেক ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। আব্দুর রহমান জামি *সালামান ও আবসাল* মাসনাভি গ্রন্থটি তুর্কমানের শেষ শাসক সুলতান ইয়াকুব বেগ এর নামে উৎসর্গ করেন (শাফাক ৩২৪)।

এই কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু হলো- গ্রীক রাজ্যে এক সুন্দর শাহজাদার জন্ম হয়। তাঁর নাম ছিলো সালামান। আর আবসাল হলো তাঁর পরমা সুন্দরী যুবতী ধাত্রী। আবসাল সালামানের চেয়ে বিশ বছরের বড় ছিলো। সালামান যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখন আবসাল তার রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়ে যায়। আবসাল যাদুটোনার মাধ্যমে সালামানকে প্রেমিক বানাতে চেষ্টা করে। একদিন সালামান আবসালের প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে পিতার আপত্তি সত্ত্বেও রাজধানী থেকে পলায়ন করে একটি আশ্চার্য দ্বীপে উপণীত হয়। তারা সেখানে মধুর প্রেমের এবং সুখের দিন অতিবাহিত করতে থাকে। কিন্তু স্বর্গীয় সৌন্দর্যের প্রতীক জোহরার প্রভাব সালামানের মন থেকে আবসালের স্মৃতি অপসারিত করে দেয়। এই সৌন্দর্যে প্রভাবিত হয়ে সালামান ও আবসাল এক অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয়। আবসাল অগ্নিতে পুড়ে মারা যান। কিন্তু সালামানের কোনো ক্ষতি হলো না, পরন্তু সে পার্থিব কামনা বিমুক্ত হয়ে অধিকতর উজ্জ্বল মুর্তি পরিগ্রহ করে জ্বলন্ত চিতা থেকে বের হলো। এভাবেই জোহরা আবসালের বন্ধন থেকে সালামানকে মুক্ত করতে সফল হয়। তাঁর পিতা তাঁকে উপযুক্ত দেখে রাজমুকুট ও সিংহাসন অর্পন করেন (Browne 523)। এভাবেই এ কাব্যগ্রন্থে প্রেমের ঘটনা তুলে ধরা হয়।

আব্দুর রহমান জামি এ কাব্যগ্রন্থের কাহিনীতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। বাহ্যিকভাবে এটি একটি প্রেম কাহিনী হলেও এর অন্তরালে বেশ কিছু শিক্ষামূলক বক্তব্য রয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থের কাহিনীতে সালামান হলো

মানুষের আত্মা আর আবসাল হলো নফসে আম্মারা বা দৈহিক ভোগ সুখের কামনা। আব্দুর রহমান জামির মতে, আবসালকে ভস্মীভূত না করলে আত্মা পরমার্থ লাভ করতে পারে না। নিচে মাওলানা আব্দুর রহমান জামির এ সম্পর্কিত একটি বেইতের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো-

کیست ابسال این تن شهوت پرست  زیر احکام طبیعت گشته پست
(জামি ৩৬৩)

(আবসাল কী? এই কামুক দেহ
যা প্রাকৃতিক স্বভাবের কাছে নত হয়ে যায়।)

আব্দুর রহমান জামি রচিত *সালামান ওয়া আবসাল* কাব্যগ্রন্থে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যেমন গ্রীক বাদশাহ শাহজাদা সালামানকে যে অসিয়ত প্রদান করেন, তা তিনি এ কাব্যগ্রন্থে তুলে ধরেছেন। নিচে মাওলানা আব্দুর রহমান জামি রচিত *সালামান ওয়া আবসাল* কাব্যগ্রন্থ থেকে এ সম্পর্কে কয়েকটি বেইতের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো-

ای پسر ملک جهان جاوید نیست  بالغان را غایت امید نیست
پیشوا کن عقل دین اندوز را  مزرع فردا شناس امروز را
پیس از آن کآید به سر این کشت زار  دولت جاوید را تخمی بکار
(জামি ৩৬১)

(হে পুত্র দুনিয়ার রাজত্ব স্থায়ী নয়
প্রাপ্ত বয়স্কদের সীমাহীন আশা থাকতে নাই।
সঞ্চিত ধর্মীয় জ্ঞান দিয়ে নেতৃত্ব দিবে
আগামীকালের কৃষিক্ষেতকে আজকেই চিনে নাও।
এই কৃষিক্ষেতে চাষাবাদের পূর্বে
আমরত্বের বীজ বপন করিও।)

আব্দুর রহমান জামি *সালামান ওয়া আবসাল* কাব্যগ্রন্থে মূল কাহিনীর পাশাপাশি বেশ কিছু উপদেশমূলক কাহিনীর অবতরণা করেছেন। কারণ উপদেশের মাধ্যমে জ্ঞানী মানুষ উপকৃত হয়। এর দ্বারা অন্তর প্রাণবন্ত হয়। উপদেশ হলো জীবন চলার পাথেয়। নিচে মাওলানা আব্দুর রহমান জামি রচিত *সালামান ওয়া আবসাল* কাব্যগ্রন্থ থেকে এ সম্পর্কে দু'টি বেইতের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো-

از نصیحت ناقصان کامل شوند  وز نصیحت مدبران مقبل شوند
از نصیحت زنده گردد هر دلی  وز نصیحت حل شود هر مشکلی
(জামি ৩৪৪)

(উপদেশে অনভিজ্ঞ পূর্ণতা লাভ করে
উপদেশে হতভাগা ভাগ্যবান হয়।
প্রতিটি অন্তর উপদেশে প্রাণবন্ত হয়
সব সমস্যার সমাধান উপদেশেই সাধিত হয়।)

আব্দুর রহমান জামির হাফ্‌ত আওরাঙ্গ এর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ্‌ হলো- *তুহফাতুল আহরার (تحفة الاحرار)*। তাঁর এ কাব্যগ্রন্থ্‌টি ৮৮৬ হিজরি মোতাবেক ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। তিনি এই গ্রন্থ্‌টি হাকিম নিজামি গাঞ্জুবির *মাখযানুল আসরার* এবং আমির খসরুর *মাতলাউল আনওয়ার* নামক গ্রন্থ্‌দ্বয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন (শাফাক ৩২৪) তাঁর এ কাব্যগ্রন্থে গদ্যাকারে একটি ভূমিকা লেখা হয়েছে। এতে খোতবার পর আল্লাহ তায়ালার দরবারে চারটি মোনাজাত, রাসুল (সা.) এর প্রশংসায় পাঁচটি নাত এবং নকশবন্দিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা খাজা বাহাউদ্দিন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর খাজা আহরারের প্রশংসামূলক আলোচনা দিয়ে ভূমিকা শেষ করা হয়েছে (জামি ৩১৭)।

আব্দুর রহমান জামির *তুহফাতুল আহরার* কাব্যগ্রন্থে উপদেশপূর্ণ ২০টি প্রবন্ধ রয়েছে (সাফা ১৩৮৯, ৩৫৯) এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-আদম সৃষ্টি, ইসলাম, নামাজ, জাকাত, হজ্ব, সুফির লক্ষণ, প্রেম ও পুত্রের প্রতি উপদেশ প্রভৃতি। এতে বেশ কয়েকটি কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি হলো ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এর ন্যায়পরায়ণতার কাহিনী। তাঁর ন্যায়পরায়ণতায় মেষপাল, হরিণ ও সিংহ একত্রে শান্তিতে বসবাস করতো। নিচে এ সম্পর্কে মাওলানা আব্দুর রহমান জামির কয়েকটি বেইতের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো-

بر رمه از گرگ دلیری نماند　　شیر بخو نخواری شیری نماند
بره و گرگند بهم گشته رام　　آهو و شیرند بهم در خرام
اینهمه از دولت این خسروست　　کز قدمش رسم عدالت نوست
(জামি ৪২৪)

(ভেড়ার পালে নেকড়ে আক্রমন করতো না
সিংহ রক্তপিপাসু সিংহে পরিণত হয়নি।
হরিণ ও সিংহের পারস্পরিক আচরণ ছিলো মাধুর্যময়
মেষ শাবক ও নেকড়ে একত্রে বসবাস করতো।
এগুলো এই সম্রাটের অবদান
যার পদক্ষেপে ন্যায়পরায়ণতা পেয়েছিলো নবরূপ।)

আব্দুর রহমান জামির হাফ্‌ত আওরাঙ্গ এর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ্‌ হলো- *সোবহাতুল আবরার (سبحة الابرار)* । সোবহাতুল আবরার অর্থ সৎলোকদের প্রার্থনা। এ কাব্যগ্রন্থ্‌টি ৮৮৭ হিজরি মোতাবেক ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। তিনি এটি সুলতান হুসেন বায়কারার নামে উৎসর্গ করেন (শাফাক ৩২৪)। এ কাব্যগ্রন্থ্‌টি বাহরে রমাল মুসাদ্দাস ছন্দে রচিত হয়।

আব্দুর রহমান জামির *সোবহাতুল আবরার* কাব্যগ্রন্থে সুফিতত্ত্ব সম্পর্কিত ধর্ম ও নীতিমূলক ব্যাখ্যাধর্মী ৪০টি অধ্যায় রয়েছে। যেমন- তওবা, দুনিয়াবিমুখতা, ধৈর্য্য, শোকর, ভয়, আশা, তাওয়াক্কুল, প্রেম, আগ্রহ, লজ্জা, স্বাধীনতা, সত্যবাদিতা, এখলাস, অল্পে তুষ্টি, বিনয়, কৌতুক, পুত্রের প্রতি অসিয়ত ইত্যাদি। মাওলানা আব্দুর রহমান জামি প্রত্যেকটি অধ্যায়ে দু'একটি গল্পের মাধ্যমে সুফিতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (সাফা ৩৫৯-৩৬০)। নিচে মাওলানা আব্দুর রহমান জামির *সোবহাতুল আবরার* কাব্যগ্রন্থের এখলাস অধ্যায় থেকে কয়েকটি বেইত

উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরা হলো-

چیســـت اخـــلاص دل از خـــود کنـــدن　　کـــــار خـــــود را بخـــــدا افکنـــــدن
نقـــد دل از همـــه خـــالص کـــردن　　روی چـــــون زر بخـــــلاص آوردن
دل باســـــباب جهـــــان نـــــا دادن　　دیـــده بـــر حـــور جهـــان ننهـــادن
(জামি ৫৩৬)

(এখলাস কী? স্বার্থপরতা থেকে মনকে উঠিয়ে নেওয়া
নিজের কাজকে খোদার কাছে সমর্পণ করা।
মনরূপ মুদ্রাকে সকল বিষয় থেকে পবিত্র করা
দৃষ্টিরূপ স্বর্ণকে মুক্ত করা।
মনকে পার্থিব বিষয় থেকে দূরে রাখা
দৃষ্টিকে পার্থিব সৌন্দর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট না করা।)

আব্দুর রহমান জামির হাফ্ত আওরাঙ্গ এর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ হলো- *ইউসুফ ওয়া জুলেখা (یوسف و زلیخا)*। এ কাব্যগ্রন্থটি ৮৮৮ হিজরি মোতাবেক ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। এটি বাহরে হাজাজে মোসাদ্দাসে মাকসুর ইয়া মাহজুফ ছন্দে লিখিত (সাফা ৩৬০)। মাওলানা আব্দুর রহমান জামি এই কাব্যগ্রন্থটি আবুল গাজী সুলতান হুসেন এর নামে উৎসর্গ করেন (শাফাক ৩২৫)। নিচে এ কাব্যগ্রন্থ থেকে মাওলানা আব্দুর রহমান জামির কয়েকটি বেইত উদ্ধৃতি দেওয়া হলো-

الهـــی غنچـــه امیـــد بگشـــای　　گلـــی از روضـــه جاویـــد بنمـــای
بخنـــدان از لـــب آن غنچـــه بـــاغم　　وزیـــن گـــل عطـــر پـــرور کـــن دمـــاغم
دریـــن محنـــت ســـرای بـــی مواســـا　　بنعمتهـــای خویشـــم کـــن شناســـا
(জামি ৫৭৮)

(হে আল্লাহ! আমার আশার মুকুল প্রস্ফুটিত করো,
চিরস্থায়ী বাগানের একটি ফুল প্রকাশিত করো।
সেই ফুটন্ত ওষ্ঠ হতে আমার বাগানকেও হাস্যময় করো,
এবং সেই ফুল হতে আমার মস্তিষ্ককে সুগন্ধময় করো।
এই অবিশ্বাস্য দুঃখময় সংসারে
আমাকে তোমার অনুগ্রহের পাত্র করো।)

এই কাব্যগ্রন্থটি কবির সবচেয়ে মনোরম ও আনন্দদায়ক মাসনাভি গ্রন্থ। অনেকে মনে করেন আব্দুর রহমান জামি রচিত *ইউসুফ ওয়া জুলেখা* কাব্যগ্রন্থটির মাধ্যমেই বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। এ কাব্যগ্রন্থে কুরআন শরিফের প্রসিদ্ধ দ্বাদশ সুরা ইউসুফ থেকে মূল কাহিনী নেওয়া হয়েছে। এ সুন্দর গল্পটি অবলম্বন করে পারস্য ও তুরস্কে অসংখ্য রোমান্টিক কাব্য সৃষ্টি হয়েছে। তন্মধ্যে কবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি তুসি রচিত *ইউসুফ জুলেখা* অন্যতম। আব্দুর রহমান জামির এ গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করেছে। এর উপরেই তাঁর খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর বর্ণনার সাথে আর কারো বর্ণনার তুলনা হয় না (Browne 442)।

হযরত ইয়াকুব (আ.)- এর পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.) শৈশবে ভ্রাতাদের ষড়যন্ত্রে পিতা-মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। আল্লাহ তায়ালার অপার ইশারায় তিনি তৎকালীন আজিজে মিসর (মিসরের অর্থমন্ত্রী) কিতফীর এর আশ্রয়ে আসেন। আজিজে মিসরের স্ত্রী জুলায়খা বহুদিন পূর্বে স্বপ্নে এক সুদর্শন যুবককে দেখে তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। পরপর তিনবার স্বপ্নে সেই যুবকের সাথে দেখা হয়। যুবক নিজেকে আজিজে মিসর হিসেবে পরিচয় দেন। জুলায়খার পীড়াপীড়িতে তাঁর পিতা তাকে মিসরে নিয়ে আসেন এবং আজিজে মিসরের সাথে তাঁর বিয়ে দেন। বিয়ের পর জুলায়খা বুঝতে পারে এই আজিজে মিসর তাঁর স্বপ্নে দেখা কাঙ্ক্ষিত যুবক নয়। তিনি অধীর আগ্রহে ও মানসিক অস্থিরতায় দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। একদিন তিনি দেখতে পান আজিজে মিসর ইউসুফ নামে এক যুবককে ক্রয় করে নিয়ে এসেছে। তাঁকে দেখামাত্র জুলায়খা চিনতে পারে যে, তিনি সেই তাঁর স্বপ্নে দেখা কাঙ্ক্ষিত যুবক। স্বপ্নে দেখা যুবককে বাস্তবে দেখে জুলায়খা আত্মহারা হয়ে যায়। তিনি কাছ থেকে ইউসুফ (আ.) এর রূপমাধুর্য দর্শনে আরো বেশি আসক্ত হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে তাঁর কাছে প্রেম নিবেদন করেন। এতে ইউসুফ (আ.) এর সাড়া না পেয়ে সুযোগ বুঝে এক সময় জুলায়খা তাঁকে গৃহবন্দী করেন এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর সামনে পেশ করেন। ইউসুফ (আ.) আল্লাহ তায়ালার দোহাই দিয়ে এ সব কিছু প্রত্যাখ্যান করেন। এ ঘটনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে ইউসুফ (আ.) কারাবন্দী হন। দীর্ঘদিন পরে ইউসুফ (আ.) কারামুক্ত হলেন। ইতিমধ্যে আজিজে মিসর মারা যান। এই দীর্ঘদিনেও ইউসুফ (আ.) এর প্রতি জুলায়খার প্রেমের কোনো ঘাটতি হয়নি। এরপর আল্লাহ তায়ালার বিশেষ আদেশে ইউসুফ (আ.) এর সাথে জুলায়খা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এভাবেই প্রেমের কাহিনীটি উক্ত কাব্যগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সুরা ইউসুফে এই ঘটনাকে উত্তম কাহিনী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন (শাফি ৬৫০-৬৬৬)।

পবিত্র কুরআন শরিফে সুরা ইউসুফে বর্ণিত কাহিনীতে জুলায়খার সাথে ইউসুফ (আ.) এর বিয়ের তথ্য উপস্থিত নেই। মাওলানা আব্দুর রহমান জামি তাঁর ইউসুফ *ওয়া জুলেখা* মাসনাভি কাব্যগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইউসুফ (আ.) এর সাথে জুলায়খার বিয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে মাওলানা আব্দুর রহমান জামি বলেন-

چو فرمان یافت یوسف از خداوند  که بندد با زلیخا عقد پیوند

(জামি ৭২৫)

(যখন আল্লাহর কাছ থেকে ইউসুফ (আ.) আদিষ্ট হলেন
তখন তিনি জুলায়খার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।)

আব্দুর রহমান জামির হাফ্‌ত আওরাঙ্গের ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হলো- *লাইলি ওয়া মাজনুন* ***(لیلی و مجنون)***। এ কাব্যগ্রন্থটি বাহরে হেজাজ ছন্দে রচিত (সাফা ৩৬০)। এটি নিজামি গাঞ্জুবির *লাইলি ওয়া মাজনুন* এর ছন্দে রচিত হয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থে ৩,৭৬০টি বেইত রয়েছে (শাফাক ৩২৫)। আরবীয় কাহিনী থেকে *লাইলি ওয়া মাজনুন* মাসনাভির উপাদান গ্রহণ করা হয়েছে।

আব্দুর রহমান জামির *লাইলি ওয়া মাজনুন* মাসনাভি কাব্যগ্রন্থটি নিছক প্রেম কাহিনী নয়। বরং অন্যদের রচিত *লাইলি ওয়া মাজনুন* কাহিনীর চেয়ে মাওলানা আব্দুর রহমান জামির মাসনাভি আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। এ কাব্যগ্রন্থে মাওলানা আব্দুর রহমান জামি যে আধ্যাত্মিক প্রেমের রহস্য বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে থেকে দু'টি বেইত তুলে ধরা হলো-

هستند افلاک زاده عشق — ارکان بزنید فتاده عشق
بی عشق نشاد ز نیک و بد نیست — چیزی که ز عشق نیست خرد نیست
(জামি ৭৫৭)

(এই বিশ্ব প্রেম থেকেই প্রসূত,
প্রেম থেকেই পৃথিবীতে উপাদানসমূহের প্রকাশ।
প্রেম ছাড়া ভালো-মন্দের কোনো অস্তিত্বই নেই,
যা প্রেম হতে উদ্ভূত নয়, তার কোনো অস্তিত্ব নেই।)

আব্দুর রহমান জামির হাফ্ত আওরাঙ্গ এর সপ্তম কাব্যগ্রন্থ হলো- *খেরাদ নামে ইসকান্দারি* ***(خرد نامۀ اسکندری)***। এ কাব্যগ্রন্থটি আব্দুর রহমান জামি ৮৯০ হিজরি মোতাবেক ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। তখন আব্দুর রহমান জামির বয়স ছিলো ৭৩ বছর। মাওলানা আব্দুর রহমান জামির *খেরাদ নামে ইসকান্দার* একটি উপদেশ ও শিক্ষামূলক কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যগ্রন্থটি কবি নিজামি গাঞ্জুবি এর *সেকান্দার নামে* অনুসরণ করে সুলতান হুসেন বায়কারার নামে উৎসর্গ করেন (বাদাখশানি ৫৯৩)।

আব্দুর রহমান জামি এ মাসনাভি কাব্যগ্রন্থে খুতবা বর্ণনার পর আল্লাহ তায়ালার একাত্ববাদের ঘোষণা, তাঁর কাছে মোনাজাত, রাসুল (সা.) এর প্রশংসা, মিরাজের বর্ণনা, খাজা উবায়দুল্লাহ আহরারের জন্য দোয়া, সুলতান হুসাইন বায়কারারের প্রশংসা, স্বীয় পুত্র এবং নিজ আত্মাকে লক্ষ্য করে উপদেশ দিয়ে শুরু করেছেন। নিচে মাওলানা আব্দুর রহমান জামির পুত্রকে উপদেশ দিয়ে যে কাব্য রচনা করেছেন সেখান থেকে দু'টি বেইতের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো-

بیا ای جگر گوشه فرزند من — بنه گوش بر گوهر پند من
صدف وار بنشین دمی لب خموش — چو گوهر فشانم بمن دار گوش
(জামি ৯২২)

(হে আমার প্রাণপ্রিয় কলিজার টুকরা পুত্র! এস
মণি-মুক্তা তুল্য আমার উপদেশ শোন।
ঝিনুকের ন্যায় মুখ বন্ধ করে কিছু সময় বস
আমার ছড়ানো মণি-মুক্তাতুল্য উপদেশ কর্ণপাত কর।)

**উপসংহার :**

আব্দুর রহমান জামির কাব্যে পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব বিদ্যমান। তাঁর গজলে শেখ সাদি শিরাজি, হাফিজ শিরাজি, কবি খাকানি এবং আমির খসরু দেহলভির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কাসিদা রচনার ক্ষেত্রে কেবল রাজাদের প্রশংসাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। তিনি অনেক ধর্ম বিষয়ক কাসিদার অবতারণা করেছেন। কাসিদা রচনার ক্ষেত্রে তিনি খাকানি এবং আমির খসরুর অনুকরণ করেছেন। মাসনাভি রচনার ক্ষেত্রে তিনি নিজামি গাঞ্জুভির অনুকরণ করেছেন। তিনি নিজামি গাঞ্জুভির *খামসা* এর ন্যায় *হাফ্ত আওরাঙ্গ* নামে সাতটি মাসনাভি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ওয়াহদাতুল অজুদ সম্পর্কিত সুফিবাদের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর সুক্ষ্ম পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনায়

তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশভঙ্গি এই সকল বিষয়ের ভিত্তিতে তিনি প্রথম শ্রেণির সুফি কবি। তাঁর রচনাবলি প্রথম শ্রেণির সুফিতাত্ত্বিক উদ্ভাবনী প্রতিভার স্বাক্ষর ও ফসল। অতএব এ কথা বলা যায়, আব্দুর রহমান জামির কাব্য প্রতিভা ও ফারসি সাহিত্যে তাঁর অবদান কেবল তৎকালীন বিশ্বেই সুপরিচিত ও প্রভাবান্বিত করেছিলো তা নয়, বরং বর্তমান বিশ্বেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা, খ্যাতি ও প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর কাব্য-সাহিত্য যতদিন থাকবে তিনিও ততোদিন মানুষের মাঝে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

## তথ্যসূত্র

### ফারসি ও উর্দু গ্রন্থসমূহ


জামি, আব্দুর রহমান। *দিওয়ান* (১ম খণ্ড)। আলা খান আফসাহ যাদ (সম্পাদিত), এন্তেশারাতে মিরাসে মাকতুব, তেহরান, ১৩৭৮ সৌরবর্ষ।

জামি, আব্দুর রহমান। *দিওয়ান* (২য় খণ্ড)। আলা খান আফসাহ যাদ (সম্পাদিত), এন্তেশারাতে মিরাসে মাকতুব, তেহরান, ১৩৭৮ সৌরবর্ষ।

জামি, আব্দুর রহমান। *মাসনাভিয়ে হাফ্‌ত আওরাঙ্গ*। এন্তেশারাতে সাদি, তেহরান, ১৩৮৬ সৌরবর্ষ।

দেহখোদা, আলি আকবর। *লুগাত নামে দেহখোদা* (১৬তম খণ্ড)। দানেশগাহে তেহরান, তেহরান, ১৩৩৮ সৌরবর্ষ।

হেকমত, আলি আসগর। *জামি*। এন্তেশারাতে তুস, তেহরান, ১৩৬৩ সৌরবর্ষ।

কেশাভারযি, কায়খসরু। *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*। এন্তেশারাতে হায়দারি, তেহরান, ১৩৭০ সৌরবর্ষ।

শাকিবা, পারভিন। *শেরে ফারসি আয অগায তা এমরোয*। এন্তেশারাতে হিরমান্দ, তেহরান, ১৩৭৩ সৌরবর্ষ।

কেশাভারযি, মারযান। *বাহারিস্তানে জামি*। পেইদায়াশ, তেহরান, ১৩৭৯ সৌরবর্ষ।

বাহার, মালেকুশ শুয়ারা। *সাবক শেনাশি ইয়া তারিখে তাতাব্বারে নাসরে ফারসি* (৩য় খণ্ড)। এন্তেশারাতে জব্বার, তেহরান, ১৩৯৩ সৌরবর্ষ।

ফাজেলি, মাহবুদ। *অশেনায়িয়ে বা শায়েরানে ক্ল্যাসিকে ইরান*। এন্তেশারাতে আল হুদা, তেহরান, ১৩৮০ সৌরবর্ষ।

বাদাখশানি, মির্যা মকবুল বেগ। *আদাব নামে ইরান*। ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সি, লাহোর।

শাফি, মুহাম্মদ। *তাফসির মাআরেফুল কুরআন* (সংক্ষিপ্ত)। মদিনা মোনাওয়ারা খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদিনা।

ইয়াহকি, মোহাম্মদ জাফর। *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* (১ম ও ২য় খন্ড)। ইরান শিক্ষামন্ত্রনালয়, তেহরান, ১৩৭৭ সৌরবর্ষ।

সাফা, যবিহ উল্লাহ। *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান* (৪র্থ খণ্ড)। এন্তেশারাতে ফেরদৌসি, তেহরান, ১৩৮৯ সৌরবর্ষ।

শাফাক, রেযা যাদেহ। *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*। এন্তেশারাতে অহাঙ্গ, তেহরান, ১৩৬৯ সৌরবর্ষ।

সুফি, লায়লা। *যিন্দিগিনামে শায়েরানে ইরান*। এন্তেশারাতে যাযরামি, তেহরান, ১৩৭৯ সৌরবর্ষ।

বাংলা গ্রন্থসমূহ

সাত্তার, আবদুস্। *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৯ খ্রি.।

মনসুরউদ্দীন, মুহাম্মদ। *ইরানের কবি*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮ খ্রি.।

পাল, হরেন্দ্র চন্দ্র। *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস*। শ্রী জগদীস প্রেস, কলকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।

ইংরেজি গ্রন্থসমূহ

Browne, E.G. *A Literary History of Persia* (Voll.3). Cambridge University press, London, 1958.

Rypka, Jan. *History of Iranian Literature.* D. Reidel Publishing Company, Holland, 1968.

Ahmed, Tanwir. *A short History of Persian Literature*. Naaz Publishing Center, Calcutta, 1991.